উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস.এ.বি.এম. বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ

সম্পাদনা সহযোগী
• এহসানুল ইসলাম • এম. আবদুল হক
• আসিফ মাহমুদ • এইচ এস ফিরোজ
• ফারুক আহমেদ • সমর মিত্র
• মাসুদুর রহমান • আবুল হোসেন
• জহির হোসেন • নীনা ইনাম
• রেহানা আখতার • এ মল্লিকা রাও
• জহিরুল করিম • বেলায়েত হোসেন

বিদেশ প্রতিনিধি

ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল	আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন	আমেরিকা
ডঃ এস. মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস. ব্যানার্জী	ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক	ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
এন.এম. জামাল	সুইডেন
ইমরুল কায়েস	ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান	হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ঃ আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ ঃ সিসটেম
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন্স
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬

মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
নাজনীন সামাদ
সালমা ফেরদৌস বীথি

উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপকঃ
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬

দামঃ প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
অক্টোবর ১৯৯৩

কপিউটারায়নের জাতীয় লক্ষ্য স্থির করুন

টাকার সাথে বিদেশী মুদ্রা অবাধে রূপান্তরযোগ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন আমাদের সরকার ও ব্যাঙ্কিং সেক্টর। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে হাত দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে আমরা, বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলো ভয়াবহভাবে পিছিয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের বিদেশী অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কারদের বরাত দিয়ে এ সংখ্যায় পরিবেশিত সংবাদ নিবন্ধে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক কমপিউটারাইজড ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে না পারলে অবাধ বিনিময়ে আমাদের ব্যাঙ্কিং খাত এবং অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। এজন্য যে প্রস্তুতি দরকার ছিল এবং এ সঙ্কটের সমাধান দরকার তা হচ্ছে ব্যাঙ্কিং খাতের কমপিউটারায়ন।

সরকার, ব্যাঙ্কগুলো এবং আমলাতন্ত্র ব্যাঙ্কিংখাত ও টাকার রূপান্তরযোগ্যতাকে সামনে রেখে এই সত্য যত শীঘ্র উপলব্ধি করবে, জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

ঠেকে ঠেকে শেখা, হাতের আন্দাজে পথ খোঁজা কোন বুদ্ধিমান জাতির কাজ নয়। আমাদের জনগণ যে জিনিষ বোঝেন আজ, সেটা সরকার ও সিস্টেমের বুঝে উঠতে ৫/৭ এমনকি ১০ বছর সময় লেগে যায়– এটা এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। এ অবস্থা সবচেয়ে বেশী ঘটেছে কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে।

কেবল কনভার্টিবিলিটির জন্য নয়, সার্বিক বিশৃঙ্খলা মুক্তির জন্যই ব্যাঙ্কিংখাতের কমপিউটারায়ন দরকার। আমরা জোর দিয়ে বলছি, কমপিউটার কেবল কর্মসহায়ক যন্ত্র নয়, অতীত কালের কাগজ-কলমের মত নতুন যুগে নতুন সভ্যতা ধারণ ও বিকাশের মাধ্যমও বাহন হয়ে উঠেছে। এটা কেবল পদ্ধতি নয়, জগত ও জীবনের নতুন স্তর। কেবল ব্যাঙ্কিং নয়, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনিময়, শিল্পবাণিজ্য তথ্য আদান-প্রদান, বিশ্বজগতের সাথে সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত করে যোগ্য করে তোলার জন্য কমপিউটার, কমপিউটার প্রশিক্ষণ এবং এর সর্বোন্নত ব্যবহার দরকার। আমাদের অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাঙ্কে উঁচু আসন পেয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাহসী কথা বলে জাতিসংঘ থেকে ফিরে এসেছেন। রাজনীতিতে বিচক্ষণতা ও চিন্তাশীলতার উদ্রেক ঘটছে। এ সময়ে ব্যাঙ্কিংখাতের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে সরকার ও সংসদ জাতীয় ক্ষেত্রে কমপিউটারায়নের সুনির্দিষ্ট ও অগ্রসর নীতি গ্রহণ করলে একটা স্থায়ী অগ্রগতির দ্বার উন্মোচিত হয়।

রাজনৈতিক আকাঙ্খার সমান্তরালে অর্থনৈতিক নীতিমালা তৈরী যথেষ্ট নয়, তার সমান্তরালে প্রযুক্তিগত ক্ষমতা প্রসারিত করা জরুরী। জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাঠামো, পদ্ধতি, প্রযুক্তির দিক দিয়ে সুসংগঠিত না হলে জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবে না।

ব্যাঙ্কিংখাতে দুই দশক কমপিউটারায়ন বন্ধ রাখার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হয়েছে, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। এই মর্মান্তিক পরিণতি যদি আমরা অনুধাবন করি, তাহলেই বোঝা যাবে, কমপিউটারায়নের যুগকে এড়িয়ে কৃষি হতে শিক্ষা শিল্প হতে বিজ্ঞান পর্যন্ত আমরা অনেক লক্ষ্যই অর্জন করতে পারবো না। ভারত সীমিত কনভার্টিবিলিটি সূচনা করে ২৫০০ ব্যাঙ্ক শাখা কমপিউটারায়নে হাত দিয়েছে। পাকিস্তান আমাদের চাইতে অগ্রসর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে রুপী রূপান্তরযোগ্য করতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এ ধরনের অভিজ্ঞতার দিকে নজর রেখে বাংলাদেশের সামনে একটি পথই খোলা তা হলো ধাপে ধাপে কমপিউটারায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জাতীয় লক্ষ্য স্থির করা।

লেখক সম্পাদক ঃ রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল • মোঃ হাসান শহীদ